



50692 - যো নারী অনকেদনি রোযা ভঙ্গেছে বধিন না জানার কারণে ও সংখ্যা না জানার কারণে

প্রশ্ন

বগিত বছরগুলোতে আমি আমার পরিবারের সাথে থাকাবস্থায় কত রোযা ভঙ্গেছে তা জানি না। যহেতু আমরা গ্রামে থাকতাম।
সেখানে রোযার বধিবিধান সম্পর্কে কউে কিছু জানত না। এ দিনগুলোতে আমি রোযা রাখনি। আমি জানিও না যে, কতদিন
রোযা ভঙ্গেছে। সে দিনগুলোর বদলে আমি একটা অংকের অর্থ দান করছি। কিছু সময় পর এক বোনর মাধ্যমে জানতে
পরেছি যে, এ দিনগুলোর রোযা কাযা পালন করা আমার ওপর ওয়াজবি। কিন্তু আমি এ দিনগুলোর সংখ্যা জানি না।
এমতাবস্থায় আমি কি করব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

শরিয়তের জরুরী মাসালাগুলো জেনে নয়ো একজন মুসলমিরে ওপর ওয়াজবি। সেগুলো দৃষ্টিভিঙগিত বধিন হোক; যমেন-
আকদি ও ইসলামের মটলকি বিষয়গুলো কথিা আমলগত বধিন হোক; যমেন- পবিত্রতা ও নামায ইত্যাদি। যদি কোন মুসলমি
সম্পদশালী হয় তাহলে যাকাতের বধিবিধান জেনে নেওয়াও তার ওপর ওয়াজবি। যদি কউে ব্যবসায়ী হয় তাহলে ব্যবসায়ের
বধিবিধান জানাও তার ওপর ওয়াজবি। এভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রেও। যখন রমযান মাস ঘনিয়ে আসে তখন একজন মুকাল্লাফ
(শরয়ি দায়িত্বপ্রাপ্ত) ব্যক্তির ওপর রোযার বধিবিধান জানা ওয়াজবি; এমনকি সে যদি রোযা রাখতে অক্ষম হয় তবুও।
সটো এজন্য যে, সে যেন রোযার বদলে যা করা ওয়াজবি সটো জানতে পারে।

আপনি ও আপনার পরিবারের ওপর ওয়াজবি হল- এ সম্পর্কিত জ্ঞান ও জিজ্ঞাসা করার ক্ষেত্রে কসুর করায় তওবা করা
ও ক্ষমাপ্রার্থনা করা।

অর্থ পরিশোধ করা রোযা রাখতে অক্ষম বয়োবৃদ্ধ ও দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত রোগীদের জন্যে জায়যে নয়। কেননা এ
ধরণের ব্যক্তির রমযানের রোযা ভাঙলে তাদের ওপর ওয়াজবি হল প্রতিদিনের বদলে একজন মসকীনকে খাওয়ানো। যে
দিনগুলোর রোযা ভাঙা হয়েছে সেগুলোর বদলে খাওয়ানোর পরিবর্তে অর্থ পরিশোধ করা জায়যে নয়।

অতএব, আপনি যে অর্থ দান করছেন আমরা আশা করছি কিয়ামতের দিন সদকা হিসেবে আপনি সটোর সওয়াব পাবেন।

আপনাদের ওপর ওয়াজবি হল: যে দিনগুলোতে রোযা ভঙ্গেছেন সে দিনগুলোর কাযা রোযা পালন করা। আপনারা সতর্কতা



অবলম্বন করে গণনা করবেন; যাতে করে নিশ্চিতি সংখ্যাটা নির্ধারণ করতে পারেন। যদি সটো না পারেন তাহলে আপনারা প্রবল ধারণার উপর আমল করবেন। উদাহরণতঃ যদি আপনাদরে ধারণা হয় যে, সটো ৩০ দিন তাহলে এ দিনগুলোর রোযা কাযা পালন করা আপনাদরে ওপর ওয়াজবি। এভাবে কম হোক বা বেশি হোক এ পদ্ধতিতে করবেন। “আল্লাহ্ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব আরোপ করেন না।”[সূরা বাক্বারা, ২:২৯৬]

আপনাদরে ওপর এ দিনগুলোর রোযা লাগাতরভাবে রাখা ওয়াজবি নয়। বরং সক্ষমতা ও সুযোগ অনুযায়ী আপনারা আলাদা আলাদাভাবে সগেলো রাখতে পারবেন। কিন্তু, আপনাদরে কর্তব্য অবলম্বনে রোযাগুলো পালন করা এবং এ রোযাগুলো পালনে পুনরায় বলিম্ব না করা।

আপনার উপর আবশ্যিক গত বছরের রোযাগুলোর কাযা পালন আগে শুরু করা; যাতে করে সগেলো পালন করার আগে পরবর্তী রমযান এসে না যায়।

কোন কোন আলমেতে অভিমিত হল: রোযার পালন করার সাথে বলিম্ব করার কারণে প্রতিদিনের বদলে একজন করে মসিকীন খাওয়ানোও আপনাদরে ওপর ওয়াজবি। কিন্তু, অগ্রগণ্য অভিমিত হচ্ছে— শুধু রোযা রাখাই আপনাদরে ওপর ওয়াজবি। বিশেষতঃ আপনারা যদি গরীব হন। তবে যদি রোযা রাখার সাথে খাদ্যও খাওয়াতে পারেন তাহলে সটো ভাল।

আরও জানতে দেখুন: [39742](#) নং, [26212](#) নং ও [40695](#) নং প্রশ্নোত্তর।

পূর্ববোল্লিখিত বিধানগুলো প্রযোজ্য হবে যদি আপনারা হয়যেরে মত শরয়ী ওজররে প্রকৃষ্টিতে রোযা ভেঙেগে থাকেন। আর যদি আপনাদরে এ রকম কোন ওজর না থাকে: তাহলে আপনাদরে ওপর কোন কাযা পালন নাই। বরং আপনাদরে ওপর ওয়াজবি হচ্ছে—তওবা করা, ক্ষমাপ্রার্থনা করা এবং ছুটে যাওয়া এ দিনগুলোর রোযার বদলে নফল রোযা রাখা ও নকে আমল করা।

আমরা এ মাসয়ালাটি ও এ সংক্রান্ত আলমেদরে ফতোয়াগুলো [50067](#) নং প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ করছি; সটো দেখে নতিতে পারেন।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।